অস্ট্রেলিয়া উইমেন্স বিগ ব্যাশ লিগে ৭ উইকেটে অ্যাডিলেডকে হারাল সিডনি সিক্সার্স।

মাঠে - ময়দানে

অস্ট্রেলিয়া বিগ ব্যাশ লিগে ৩ উইকেটে হোবার্ট হ্যারিকান্সকে হারাল মেলবোর্ন স্টার্স।

নিয়মরক্ষার ম্যাচে জয় পেল ভারত। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে ৬৩ রানে জয় পেল তারা। ২৪০ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকা শেষ হয়ে গেল ১৭৭ রানেই। সৌজন্যে মহম্মদ সামি। একাই দক্ষিণ আফ্রিকার মেরুদন্ড ভেঙে দিলেন তিনি। নিলেন ৫ উইকেট। এছাড়া বুমরাহ ও ইশান্ত শর্মা নিলেন ২টি করে উইকেট। ভুবির ঝুলিতে ১টি। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ভাল ব্যাট করে এলগার (৮৬)।

বিশ্বের চার নম্বর রাচানক ইন্তাননকে পরাস্ত করে ফাইনালে সাইনা নেহওয়াল

জাকার্তা, ২৭ জানুয়ারি: কোয়ার্টার ফাইনালের উত্তেজক লড়াইয়ে পিভি সিন্ধুকে হারিয়ে ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্সে শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছিলেন সাইনা নেহওয়াল। এবার সেমিফাইনালে বিশ্বের চার নম্বর রাচানক ইন্তাননকে পরাস্ত করে খেতাবি লড়াইয়ের টিকিট পকেটে পোরেন হায়দরাবাদি ব্যাডমিন্টন কুইন। সেমিফাইনালে থাইল্যান্ডের প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে সাইনা সময় নেন মাত্র ৪৯ মিনিট। যদিও থাই শাটলার আগাগোড়া কড়া টক্কর দেন সাইনাকে। প্রথম গেম ২১-১৯ ব্যবধানে জিতে নেওয়ার পর দ্বিতীয় গেমও একই ব্যবধানে নিজের নামে করেন লন্ডন অলিম্পিকের ব্রোঞ্জজয়ী সাইনা। ম্যাচের চূড়ান্ত ফল দাঁড়ায় ভারতীয় শাটলারের অনুকূলে ২১-১৯, ২১-১৯। ফাইনালে বিশ্বের ১২ নম্বর সাইনার সামনে অপেক্ষা করে আছে আরও কঠিন লড়াই। খেতাবি লড়াইয়ে নেহওয়াল মুখোমুখি হবেন বিশ্বের এক নম্বর তারকা তথা টুর্নামেন্টের শীর্ষবাছাই তাইপের তাই জু য়িংয়ের, যিনি অপর সেমিফাইনালে চিনের হিন বিংজিয়াওকে ১৯-২১, ২১-১৫, ২১-১৫ গেমে হারিয়ে দেন। সাইনার ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করার দিনেই সমর্থকদের আশা জাগালো সাত্যিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি জুটি পুরুষদের ডাবলস থেকে বিদায় নিলেন। সেমিফাইনালে তারা পরাস্ত হন বিশ্বের এক নম্বর ডাবলস জুটির কাছে। মাত্র ৩০ মিনিটে ইন্দোনেশিয়ার মার্কাস ফার্নাল্দি গিডন ও কেভিন সঞ্জয়া সুকামুলজোর কাছে ১৪-২১, ১১-২১ গেমে হার মানেন সাত্যিক-চিরাগ।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের নতুন রানি ওজনিয়াকি

মেলবোর্ন, ২৭ জানুয়ারি: ২০০৯ ও ২০১৪ যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন বটে, তবে চ্যাম্পিয়ন করতে পারেননি ক্যারোলিন ওজনিয়াকি। দু'বারই রানার্স হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছেন দানিশ তারকাকে। অবশেষে তৃতীয়বারের প্রচেষ্টায় গ্র্যান্ড স্ল্যামের খেতাব হাতে তুললেন তিনি। তবে ফ্ল্যাশিং মিডোয় নয়, রড লেভার এরিনায়। বিশ্বের এক নম্বর তথা শীর্ষবাছাই রোমানিয়ান তারকা সিমোনা হালেপকে পরাস্ত করে অস্ট্রেলিযান ওপেনের নতুন রানি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন ওজিনিয়াকি। ২ ঘণ্টা ৪৯ মিনিটের ফাইনালে হালেপকে তিনি হারিয়ে দেন ৭-৬ (৭-২), ৩-৬, ৬-৪ সেটে। রোমানিয়ান তরুণিকে হতাশ করে কেবল অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শিরোপাই ছিনিয়ে নিলেন না ওজনিয়ারি, বরং হালেপের কাছ থেকে বিশ্বর‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বরের সিংহাসনও ছিনিয়ে নেন। ম্যাচের আগে দুই তারকাই কার্যত একই মেরুতে দাঁড়িয়েছিল। ওজনিয়াকির মতো হালেপও নিজের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছিলেন। এর আগে ২০১৪ ও ২০১৭ ফরাসি ওপেনের খেতাবি লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। টুর্নামেন্ট শেষ করেছিলেন রানার্স হয়ে। ছবিটা বদলাতে পারলেন না অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেও। গত দু'বারের মতো এবারও তাকে রানার্সের ট্রফি নিয়েই কোর্ট ছাড়তে হয়।

এফএ কাপে ইওভিলকে ৪-০ গোলের ব্যবধানে হারাল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।

নিলামের প্রথম দফায় নজর কাড়লেন স্টোকসই, দল পেলেন না ক্রিস গেইল, মালিঙ্গা, পার্থিব

বেঙ্গালুরু, ২৭ জানুয়ারি: আইপিএস-১১ ক্রিকেটার নিলামে প্রয়োজন মতো ক্রিকেটার কিনে দল গুছিয়ে নিল আটটি ফ্রাঞ্চাইজি। অন্তত ১৮ জনের স্কোয়াড গড়তে হবে ফ্রাঞ্চাইজিগুলিকে। সর্বাধিক ২৫ জনকে দলে নেওয়া যাবে। সর্বাধিক ৮ জন বিদেশি ক্রিকেটারকে রাখা যাবে স্কোয়াডে। আইপিএল বিশ্বের এক সফলতম টুর্নামেন্ট। ২৭-২৮ জানুয়ারি বেঙ্গালুরুতে এগারোতম আইপিএলের নিলাম। আর সে ই নিলাম নিয়ে যত জল্পনা। এবার আইপিএলে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটারের লড়াযি এগিয়ে ছিল বেন স্টোকস। এবারের নিলামে ১১২২ জন ক্রিকেটারের নাম ছিল। সব ফ্রাঞ্চাইজির কাছে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে সেই তালিকা। যার মধ্যে রয়েছেন ২৮১ ক্যাপড ও ৮৩৮ জন অ্যানক্যাপড ক্রিকেটার। মোট ভারতীয় ক্রিকেটার ৭৭৮ জন। বিদেশিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি থাকছে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার ৫৮ জন। পিছিয়ে নেই দক্ষিণ আফ্রিকানরাও। তাদের সংখ্যা ৫৭। এছাড়া শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৩৯ জন করে নিলামে উঠবেন। নিউজিল্যান্ড থেকে থাকছেন ৩০ জন। বাকিদের জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে ১৩ জন ক্রিকেটার রয়েছেন আফগানিস্তান থেকে।

২৭ জানুয়ারি অর্থাৎ শনিবার হয়ে গেল আইপিএলের প্রথম দিনের নিলাম। ইংল্যান্ডের বিতর্কিত অল রাউন্ডার বেন স্টোকস এবছরের আইপিএলে অবিশ্বাস্য দাম পেলেন। তাকে ১২.৫০ কোটি টাকা দিয়ে কিনে নিল রাজস্থান রয়্যালস। অথচ ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেরা ব্যাটসম্যান গেইল নিলামের প্রথম দিন কোনও ফ্রাঞ্চাইজি পেলেন না। কিন্তু টি-২০'র অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান গেইল আগের সাতটি সিজনে যথেষ্ট ভাল দাম পেয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার পেসার মিচেল স্টার্ককে ৯.৪০ কোটি টাকা দিয়ে কিনে নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। নজর ছিল রবিচন্দ্রন অশ্বিনের দিকে। জল্পনা ছিল চেন্নাই সুপার কিংস রাইট টু ম্যাচ কার্ড ব্যবহার করে নেবে অশ্বিনকে। কিন্তু কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব ৭.৬০ কোটি টাকা দিয়ে কিনে নিল তাকে। গত নিলামে বেন স্টোকসকে রাইজিং পুণে সুপারজায়েন্টস কিনে নেয় সাড়ে চোদ্দ কোটি টাকা দিয়ে। টিমকে ফাইনালে নিয়ে যেতে তাঁর বড় ভূমিকা ছিল। তাই এবারেও সাড়ে ১২ কোটি টাকা দিয়ে তাঁকে কিনে নিল রাজস্থান। স্টোকসকে কিনতে মরিয়া ছিল কিংস ইলেভেন ও চেন্নাই সুপার কিংস। কিন্তু পুণে দলের অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ তাকে চাওয়ায় তাকে তুলে নেয় রাজস্থান রয়্যালস। রাইট টু ম্যাচ কার্ড খেলে ৪ কোটি টাকায় অজিঙ্কা রাহানেকে রেখে দিল রাজস্থান।

অন্যদিকে, দল পেলেন না আইপিএলের অনেক প্লেয়ার। লসিথ মালিঙ্গা ও ইশান্ত শর্মা এবং পার্থিব প্যাটেলের মতো ক্রিকেটাররা দল পায়নি। ১ কোটি টাকার বেস প্রাইসে মণীশ পাণ্ডেকে নিয়ে পাঞ্জাব ও চেন্নাইয়ের মধ্যে কড়া প্রতিযোগিতা দেখা যায়। পরে মণীশ পাণ্ডেকে নিয়ে আগ্রহ দেখা যায় বেঙ্গালুরুর মধ্যেও। শেষমেষ ১১কোটি টাকা তাকে কিনে নেয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ভারতীয়দের মধ্যে এখনও পর্যন্ত সবথেকে বেশি দামে বিক্রি হলেন কেএল রাহুল ও মণীশ পাণ্ডে। কেএল রাহুল এখন ফর্মে আছেন। বেঙ্গালুরু তাঁর প্রতি আগ্রহ না দেখালেও ১১ কোটি টাকা দিয়ে কিনে নিলেন প্রীতি জিন্টার কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব। অন্যদিকে, আগের আইপিএলে দুইবার শতরান করে রেকর্ড করেছিলেন আমলা। সেই আমলাকে দলে রাখলেন প্রীতি জিন্টা। এমনকী অন্য দলও তাঁর প্রতি কোনও আগ্রহ দেখাল না। ৫০ লাখের বেস প্রাইসেই করুণ নায়ারকে নিল পাঞ্জাব। যুবরাজ সিং ফিরল কিংস ইলেভেনে। সৈয়দ মুস্তাক আলি টুর্নামেন্টে পারফরম্যান্স ভাল না হওয়ায় দল পাবেন কি না তা নিয়ে চিন্তায় ছিলেন তিনি। কিন্তু বেস প্রাইস ২ কোটি টাকাতেই তাকে কিনল পাঞ্জাব। ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক জো রুট প্রথমবার নিলামে উঠেছিলেন। বেস প্রাইস দেড় কোটি টাকা থাকলেও কোনও দলই তাঁর প্রতি আগ্রহ দেখালেন না। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ডোয়েন ব্রাভোকে নিয়ে টিমে কড়া প্রতিযোগিতা। ৬.৪০ কোটি টাকা দিয়ে কিনে ছিল পাঞ্জাব কিন্তু রাইট টু ম্যাচ খেলে রাইট টু ম্যাচ কার্ড খেলে রেখে দিল নিজেদের কাছে। সবথেকে বড় চমক এবার কেকেআরে। রিটেন তো দূরের কথা আরটিএম ব্যবহার করেও দলে নিলেন না গৌতম গম্ভীরকে। গম্ভীরের বেস প্রাইস ছিল ২ কোটি টাকা। কেকেআর ছেড়ে দিল তাকে। ২.৮০ কোটি টাকা খরচ করে পুরনো দল দিল্লি ডেয়ার ডেভিলসে ফিরলেন তিনি। ফাস্ট বোলার মিচেল স্টার্কের বেস প্রাইস ছিল ২ কোটি টাকা। ৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দিয়ে তাকে কিনে নেয় কেকেআর। অজিঙ্কা রাহানের বেস প্রাইস ২ কোটি টাকা। ৪ কোটি টাকা দিয়ে কিংস ইলেভেন কিনলেও রাজস্থান রয়্যালস রাইট টু ম্যাচের মাধ্যমে তাকে রেখে দেয়। আইপিএলের প্রথম দিনে কিংস ইলেভেন প্রায় অনেক খেলোয়াড় কিনলেও রাইট টু ম্যাচ কার্ডের জন্য তাদের ধরে রাখতে পারেনি। সবচেয়ে হতাশ করার ব্যাপার হল ক্রিস গেইল ২ কোটি টাকার বেস প্রাইস থাকলেও প্রথম দিনের নিলামে কোনও ক্রেতা জুটল না। স্পিন বোলারদের ক্ষেত্রে অনেকটা সতর্কিত সিদ্ধান্ত নিতে দেখা গেল ফ্রাঞ্চাইজিগুলিকে। দল পেল না নিউজিল্যান্ডের স্পিনার ইস সোদি। অশ্বিনের বদলি হিসাবে তাহিরকে ১ কোটিতে চেন্নাই নিলেও চাওলার উপর ভরসা করেই ৪.২০ কোটি টাকায় রাইট টু ম্যাচ কার্ড ব্যবহার করে রেখে দিল কেকেআর। পেস বোলারদের মধ্যে মালিঙ্গা, মিচেল জনসন, টিম সাউদি, ইশান্ত শর্মা কোনও দল না পেলেও রাবাদাকে ৪.২০ কোটি টাকায়, মহম্মদ সামিকে ৩ কোটি টাকায় দিল্লি নিল। উমেশ যাদব ফর্মে থাকলেও দিল্লিকে তাকে ছেড়ে দেওয়ায় বেঙ্গালুরু তাকে ৪.২০ কোটি টাকায় নিল। প্যাট কামিন্সকে ৫.৪ কোটি টাকায় নিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

উইকেটকিপারদের মধ্যে আম্বাতি রায়াডু পেলেন নতুন দল। ১০ বছর মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে খেললেও এবার তাকে ছেড়ে দেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তাকে মুম্বই ছেড়ে দিলেও ২.২০ কোটি টাকা দিয়ে কিনে নেয় সিএসকে। সঞ্জু স্যামসনের বেস প্রাইস ছিল এক কোটি টাকা। বিক্রি হলেন আট কোটিতে। সঞ্জুকে নিল রাজস্থান রয়্যালস। রবিন উথাপ্পাকে নিয়ে নিলামে কেকেআরের সঙ্গে অন্যান্য ফ্রাঞ্চাইজিগুলি পাল্লা না দিলেও তাকে কেনে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। কিন্তু কলকাতা তাকে আরটিএম কার্ড ব্যবহার করেন। দীনেশ কার্তিকের বেস প্রাইস ছিল ২ কোটি টাকা। ৭.৪ কোটিতে দীনেশকে নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। সবথেকে বেশি নাটক দেখা যায় ঋদ্ধিমানকে নিয়ে। নবম আইপিএলে কিংস ইলেভেনের হয়ে ভাল পারফরম্যান্স করলেও দশম আইপিএলে পারফরম্যান্সই করতে পারেনি সে। তাই তাকে রিটেন বা আরটিএম ব্যবহার করে নিতে আগ্রহী হয়নি কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব। কিন্তু তাকে নিয়ে লড়াই দেখা যায় এবারের আইপিএলে। কলকাতা তাঁর জন্য প্রথম দর হাকালেও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ নামে লড়াইয়ে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকেও নতুন করে ঋদ্ধির প্রতি আগ্রহ দেখাতে দেখা যায়। কিন্তু শেষমেশ হায়দরাবাদ ৫ কোটি টাকায় তাকে কিনে নেয়। অবিক্রিত থেকে যান নমন ওঝা, পার্থিব প্যাটেল, জনি বেয়ারস্টো। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যান কুইন্টন ডি'কক ২.৮০ কোটি টাকায় বেঙ্গালুরু দলে চলে গেলেন। তাকে নেওয়ার জন্য আগ্রহ দেখায়নি তাঁর পুরনো দল দিল্লি। ইংল্যান্ডের ভরসা যোগ্য প্লেয়ার মঈন আলি বেঙ্গালুরু, বিনি রাজস্থান, ক্রিস ওকস কেকেআর, কলিন গ্র্যান্ডহোমেন আরসিবি, শেন ওয়াটসন চেন্নাই, ক্রিস লিনকে কেকেআর নিলেও ইউসুফ পাঠানকে ১.৯০ কোটি টাকায় হায়দরাবাদ। দল পেল না জেমস ফকনার, মার্টিন গাপ্তিল, মুরলী বিজয়।

আটটি দলের প্রাথমিক স্কোয়াড-

কলকাতা নাইট রাইডার্স - সুনীল নারিন (৮.৫ কোটি রিটেন), আন্দ্রে রাসেল (৭ কোটি, রিটেন), মিচেল স্টার্ক (৯.৪ কোটি), ক্রিস লিন (৯.৬ কোটি), দীনেশ কার্তিক (৭.৪ কোটি), রবিন উথাপ্পা (৬.৪ কোটি আরটিএম কার্ড), পীযুষ চাওলা (৪.২ কোটি আরটিএম), কুলদীপ যাদব (৫.৮ কোটি আরটিএম), শুভমন গিল (১.৮ কোটি), ইশাঙ্ক জাগ্গি (২০ লক্ষ), কমলেশ নাগারকোটি (৩.২ কোটি), নীতীশ রানা (৩.৪ কোটি)

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স - রোহিত শর্মা (১৫ কোটি, রিটেন), হার্দিক পান্ডিয়া (১১ কোটি, রিটেন), জসপ্রীত বুমরাহ (৭ কোটি, রিটেন), কায়রন পোলার্ড (৫.৪, আরটিএম), প্যাট কামিন্স (৫.৪ কোটি), মুস্তাফিজুর রহমান (২.২ কোটি), সুর্যকুমার যাদব (৩.২০ কোটি), ক্রুণাল পান্ডিয়া (৮.৮ কোটি আরটিএম), ইশান কিষাণ (৬.২ কোটি)

চেন্নাই সুপার কিংস - মহেন্দ্র সিং ধোনি (১৫ কোটি, রিটেন), সুরেশ রায়না (১১ কোটি, রিটেন), রবীন্দ্র জাদেজা (৭ কোটি, রিটেন), ফাফ ডু'প্লেসিস (১.৬ কোটি, আরটিএম), ডোয়েন ব্র্যাভো (৬.৪ কোটি, আরটিএম), হরভজন সিং (২ কোটি), শেন ওয়াটসন (৪ কোটি), কেদার যাদব (৭.৮ কোটি), আম্বাতি রায়াডু (২.২ কোটি), ইমরান তাহির (১ কোটি), করণ শর্মা (৫ কোটি)

দিল্লি ডেয়ার ডেভিলস - ঋষভ পন্থ (৮ কোটি, রিটেন), ক্রিস মরিস (৭.১ কোটি, রিটেন), শ্রেয়স আইয়ার (৭ কোটি, রিটেন), গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (৯ কোটি), গৌতম গম্ভীর (২.৮ কোটি), জেসন রয় (১.৫ কোটি), কলিন মুনরো (১.৯ কোটি), মহম্মদ সামি (৩ কোটি, আরটিএম), কাগিসো রাবাদা (৪.২ কোটি, আরটিএম), অমিত মিশ্র (৪ কোটি), পৃথ্বী শ (১.২ কোটি), রাহুল তেওয়াটিয়া (৩ কোটি), বিজয় শঙ্কর (৩.২ কোটি), হার্ষাল প্যাটেল (২০ লক্ষ)

কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব - অক্ষর প্যাটেল (৬.৭৫ কোটি, রিটেন), রবিচন্দ্রন অশ্বিন (৭.৬ কোটি), যুবরাজ সিং (২ কোটি), করুণ নায়ার (৫.৬ কোটি), লোকেশ রাহুল (১১ কোটি), ডেভিড মিলার (৩ কোটি, আরটিএম), অ্যারন ফিঞ্চ (৬.২ কোটি), মার্কাস স্টোইনিস (৬.২ কোটি, আরটিএম), মায়াঙ্ক আগারওয়াল (১ কোটি)

রাজস্থান রয়্যালস - স্টিভ স্মিথ (১২ কোটি, রিটেন), বেন স্টোকস (১২.৫ কোটি), অজিঙ্কা রাহানে (৪ কোটি, আরটিএম), স্টুয়ার্ট বিনি (৫০ লক্ষ), সঞ্জু স্যামসন (৮ কোটি), জোস বাটলার (৪.৪ কোটি), রাহুল ত্রিপাঠি (৩.৪ কোটি), ডার্সি শর্ট (৪ কোটি), জোফ্রা আর্চার (৭.২ কোটি)

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু - বিরাট কোহলি (১৭ কোটি, রিটেন), এবিডি'ভিলিয়ার্স (১১ কোটি, রিটেন), সরফরাজ খান (১.৭৫ কোটি, রিটেন), ব্রেন্ডন ম্যাককালাম (৩.৬ কোটি), ক্রিস ওকস (৭.৪ কোটি), কলিন ডি'গ্র্যান্ডহোমে (২.২ কোটি), মঈন আলি (১.৭ কোটি), কুইন্টন ডি'কক (২.৮ কোটি), উমেশ যাদব (৪.২ কোটি), যজুবেন্দ্র চহাল (৬ কোটি, আরটিএম), মনন ভোরা (১.১ কোটি)

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ - ডেভিড ওয়ার্নার (১২ কোটি, রিটেন), ভুবনেশ্বর কুমার (৮.৫ কোটি, রিটেন), শিখর ধাওয়ান (৫.২ কোটি, আরটিএম), সাকিব আল হাসান (২ কোটি), কেন উইলিয়ামসন (৩ কোটি), মণীশ পাণ্ডে (১১ কোটি), কার্লোস ব্রাথওয়েট (২ কোটি), ইউসুফ পাঠান (১.৯ কোটি), ঋদ্ধিমান সাহা (৫ কোটি), রশিদ খান (৯ কোটি, আরটিএম), ঋকি ভুই (২০ লক্ষ), দীপক হুডা (৩.৬ কোটি, আরটিএম)

প্রকাশক : পার্থ কুণ্ডু, কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকেপ্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা